দৈনিক খবর

তারিখ 13 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

1/2

সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত

ঢাকা ভার্সিটিতে ক্লাস শুরু হবে বৃহস্পতিবার

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকার নির্ধারিত বন্ধ শেষ হবার একদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কাল ১৪ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হল ও ১৫ই নভেম্বর ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের

২-এর পাতায় দেখুন

সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ঃ ঢাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উদ্যোগে গতকালও ক্লাস চলেছে।

গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে খোলার এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আর ছাত্র-শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়েছেন গত রোববার থেকে। গতকাল অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা সভাপতিত্ব করেন।

সভার সিদ্ধান্তে বলা হয়, আজ ১৩ই নভেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হলগুলোর কার্যালয়সহ সকল কার্যালয় নিয়মিত খোলা থাকবে। আগামীকাল ১৪ই নভেম্বর সকাল ৭টা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের আগমনের জন্য হলগুলো খুলে দেয়া হবে এবং আগামী ১৫ই নভেম্বর শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় নিয়মিতভাবে শুরু হবে।

গতকালের সিন্ডিকেট সভার শুরুতে উপাচার্য হল খোলা ও শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা সম্পর্কে ডাকসু, বিভিন্ন হল ছাত্র সংসদ ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দ এবং হল প্রাধ্যক্ষদের সাথে তার আলোচনার বিষয় উপস্থিত সিন্ডিকেট সদস্যদের অবহিত করেন। গতকাল একটি ছাত্র সংগঠনের সাথে উপাচার্য এ ব্যাপারে আলোচনা করেন বলেও জানান।

সিন্ডিকেটের জরুরী সভার বিষয়ে গতরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়, সিন্ডিকেট লক্ষ্য করেছে যে, গত ১১ই নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহবানে শিক্ষকগণ 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৯০' জারির প্রতিবাদে কালোব্যাজ ধারণ করে ক্লাস নেয়ার জন্য শ্রেণীকক্ষে যান এবং এ উদ্যোগের সাথে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য উৎসাহের সাথে সাড়া দেয়। ছাত্রদের সাথে উপাচার্যের যে আলোচনা হয় এর আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই যে, ছাত্র নেতৃবৃন্দ যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে এ ব্যাপারে প্রশাসনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলে উপাচার্যকে জানিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাসকালীন করিডোরে যাতে কোন মিছিল না হয় এবং ক্যাম্পাসে তাদের কোন কর্মী ভাঙচুর বা গাড়ী পোড়ানো ইত্যাদি কর্মকান্ডের সাথে জড়িত না হয় সে দিকে তারা সব সময় লক্ষ্য রাখবেন। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দ উপাচার্যকে এ কথাও জানান যে, যে কোন আবাসিক হলে যাতে অস্ত্রধারী বা বহিরাগত কেউ প্রবেশ না করতে পারে এ উদ্দেশ্যে প্রশাসনের সকল পদক্ষেপের সাথে তারা সহযোগিতা করবেন।

উৎসবমুখর ক্যাম্পাস

কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদন ছাড়াই ছাত্র-শিক্ষকের যৌথ উদ্যোগে গতকালও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ক্যাম্পাস ছিল উৎসবমুখর। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা এমনকি মফস্বল থেকেও বহু ছাত্র-ছাত্রী গতকাল ক্যাম্পাসে আসে। পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার খবর জেনে তারা চলে এসেছে। গতকালও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চালু ও লাইব্রেরী খোলা ছিল।

সরকারী ব্যাখ্যা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে বাসস জানায়, গত ১১ই নভেম্বর মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র ও শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছেন সংক্রান্ত সংবাদ আইটেমের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য এক ব্যাখ্যায় সরকার জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্র ও ১ হাজার শিক্ষকদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র ও শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে এবং পাঠক্রম বহির্ভূত রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়ঃ জানা গেছে, এমনকি সেখানে কিছুসংখ্যক বহিরাগত কিংবা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বহির্ভূত ছাত্র উপস্থিত ছিল।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুসারে একমাত্র সিন্ডিকেটই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।